**৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ২৫ নভেম্বর ২০১৮**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**অনুষ্ঠানের সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**প্রিয় সমবায়ী ভাই ও বোনেরা,**

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী।**

 **আসসালামু আলাইকুম।**

**৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬-১৭ অর্জনকারীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।**

**আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ।**

 **সমবায় একটি দর্শন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত কৌশল। সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বৈষম্য হ্রাস পায়, ফলে উন্নয়ন হয় সুষম ও টেকসই। আইসিএ এর সূত্রমতে বিশ্বের প্রায় ৩০ লাখ সমবায় সমিতির ১০০ কোটিরও অধিক সদস্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় পদ্ধতিকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে।**

 **সমবায় ছিল জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার। তিনি কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষি ঋণসহ সবক্ষেত্রেই সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দেন। বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায় সমিতি এবং মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করেন। তিনি তাঁতী সমবায় সমিতি ও শিল্প সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। আজ বাংলাদেশের অন্যতম সমবায় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা জাতির পিতার হাতেই গড়া ।**

**সুধিবৃন্দ,**

 **আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আর্দশকে ধারণ করে এ দেশের আপামর জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছি। সামাজিক সূচকগুলোতে বাংলাদেশের উন্নয়ন আজ সারা বিশ্বে প্রশংসিত।**

 **উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়কে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। পল্লী এলাকায় অধিক কর্মসংস্থান ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে জনগণের শহরমুখী প্রবণতা হ্রাস করাও আমাদের পল্লী উন্নয়ন অগ্রাধিকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা পল্লী অঞ্চলে শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানোর জন্য কাজ করছি।**

**আমরা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ছিন্নমুল মানুষদের সংগঠিত করে গৃহ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ২ লাখ ৬৪ হাজার ৪৪২টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১০৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।**

 **গ্রামীণ জনপদ থেকে দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্যে ৮ হাজার ১ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘একটি বাড়ী একটি খামার’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৮৭ হাজার গ্রামে ৮২ হাজার ৩৯৫টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে। উপকারভোগী সদস্য পরিবার ৩৮ লাখ ৮১ হাজার ২৪০। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা নিয়ে এ প্রকল্পের উপকারভোগীগণ ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। আমরা দরিদ্র জনগণের জন্য ‘পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক’ প্রতিষ্ঠা করেছি।**

 **আমরা ৩০১ কোটি ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এ প্রকল্পের আওতায় সমবায়ভুক্ত সদস্যদের লাগসই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল সেবা প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সমবায় সমিতিগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে।**

**সরকার দুগ্ধ খাতের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ‘সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প’ এবং ‘দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।**

 **২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছর থেকে ৩৪৪ কোটি ১৯ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে ‘বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন ও দুধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প’।**

 **সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। সে লক্ষ্যে এ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। ‘গারো সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সমতল এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের জন্য ‘সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।**

 **সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে ‘উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন’ প্রকল্প। যার আওতায় সুদবিহীন, জামানতবিহীন, দীর্ঘ মেয়াদী ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গাভী পালনের জন্য ৪% সুদে ঋণ দেওয়া হচ্ছে।**

 **সমবায় অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ‘সমবায় ভবন নির্মাণ প্রকল্প’। এছাড়া, সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বাস্তবায়ন করা হয়েছে আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প।**

**ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়নে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বর্তমানে ১৭৪টি উপজেলায় বিস্তৃত হয়েছে এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৬৪ হাজার ১৮০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।**

 **পল্লী অবকাঠামো সুবিধা ও দরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর মাধ্যমে সরকার ২০০৯ সাল থেকে ৪৬৩ কোটি ৭৬ লাখ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। পল্লী উন্নয়নে গবেষণা এবং অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, এর বরাদ্দ ২০০৬ সালে ২৫ কোটি থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০০ কোটি হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা-এর গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।**

**বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ ৭৪ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে। যার সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৯ লাখ। মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৩ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। সমবায়ের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সংখ্যা প্রায় ৯ লাখ। আমি মনে করি, আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় একটি বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় শক্তি।**

 **নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমাদেরকে আরও বহুদূর যেতে হবে। বর্তমানে সমবায়ের মোট সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ নারী। কাজেই সমবায় কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। নেতৃত্ব সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।**

**জাতির পিতা সমবায়ীদের মাধ্যমে দেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এ দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তিনি সমবায়ীদের কাছে অনেক সম্পদ হস্তান্তর করেন। আজ সময় এসেছে জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে এই মহান নেতার আত্মার প্রতি সম্মান জানানোর।**

**সুধিমন্ডলী,**

**আওয়ামী লীগ সরকার একটানা ১০ বছর সরকার পরিচালনায় আছে বলেই উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান হয়েছে। উন্নয়নের সুফল জনগণ পাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭২ বছরের উপরে। প্রবৃদ্ধি বর্তমানে ৭.৮৬ শতাংশ। জিডিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশ্বে ৪৪তম। বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।**

**আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেলের কাজ পুরোদমে চলছে। আমরা সমুদ্রসীমা ও স্থলসীমান্ত বিরোধ মীমাংসা করেছি। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে উপনীত হতে পারে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। এ অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না।**

 **আমি বিশ্বাস করি, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে বিশ্বে আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি আপনাদের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা চাই।**

 **আমি জাতীয় সমবায় দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।**

**খোদাহাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

...